R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ, প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২১শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ৭ই আগষ্ট, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

ডাক্তারদের অসহযোগিতায় স্বাস্থ্য দপ্তরের 'পে ক্লিনিক' চালুর পরিকল্পনা জঙ্গিপুরে ব্যর্থ হয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মসূচী অনুযায়ী জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে 'পে ক্লিনিক' চালুর নির্দেশ দেন গত মার্চে'। মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রচার পত্রও জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়। তাতে জানা যায় জেলা সদর ও মহকুমা হাসপাতালের 'পে ক্লিনিক' এ বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত রোগী দেখা হবে। রোগীদের নাম লেখা হবে বেলা ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করতে প্রথমবার পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়ে রোগীর কার্ড করাতে হবে। এই কার্ড দেখিয়ে পরবর্তীতে পঁচিশ টাকা করে জমা দিয়ে তিনবার রোগী দেখানোর সুযোগ পাওয়া যাবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘি এলাকায় গরুর ট্রাকে তোলা আদায় চলছেই, দুর্ভোগ বাড়ছে গ্রামবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা : তোলা আদায়ের অভিযোগে সাগরদীঘি থানার পূর্বতন ও সি শিবপদ মন্ডল সাসপেন্ড হলেও নবাগত ও সি দিলীপ হাজরার আমলেও সাগরদীঘি এলাকায় অবাধে পাচারকারী গরুর তোলা আদায় চলছেই। পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে তোলা আদায়ে জড়িত না থাকলেও পুলিশের মদতপুষ্ট আর ডি পার্টি বলে খ্যাত এলাকার মস্তান তোলাবাজরা এ কাজ করছে। সাগরদীঘি থানার হড়হড়ি ও কাবিলপুর পঞ্চায়েতের অমৃতপুরে বীরভূমের লোহাপুর থেকে আসা দলে দলে গরুর ট্রাক পিছু আড়াইশো টাকা তোলা আদায় হচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। বিশেষত (শেষ পৃষ্ঠায়)

দুই রাজ্যের ভোটারদের নিয়ে বিডিও মহা ফাঁপরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফারাক্কা থানার সীমান্তবর্ত্তী গ্রাম জিতিপুরের অধিকাংশ অধিবাসীর পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ড দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। কারণ এই গ্রামের প্রায় মানুষের জমিজমা ঝাড়খন্ডে। আর জমিজমা রাখতে গেলে ভোটার তালিকাতেও নাম রাখতে হবে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঝাড়খন্ডের ভোটার তালিকায় নাম লিখিয়েছেন জিতিপুর গ্রামের মানুষ। এমন কি অনেকের রেশন কার্ড'ও আছে ঐ রাজ্যের। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে বলে এখানেও ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে এদের। এরা এতদিন দুই রাজ্যেই ভোট দিয়ে আসছেন। সম্প্রতি ফারাক্কার বিডিও কার্তিক সাহা ঐ গ্রামের প্রায় পঁচিশ জন ভোটারকে তাঁর দপ্তরে ডেকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

২৫ আগষ্টের দীর্ঘতম সন্তরণে ন' বছরের প্রতিযোগী

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিশ্বের দীর্ঘতম ৮১ কিলোমিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতা আগামী ২৫ আগষ্ট সকালে আহিরণে জঙ্গীপুর ব্যারেজ ঘাট থেকে শুরু হচ্ছে। তবে ওখানকার পরিবেশ অনুকুল না থাকায় আগের দিন সন্ধ্যের মূল অনুষ্ঠান এবার রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বন্ধ শান্তিপূর্ণ, বাজার অফিস খোলা থাকলেও স্কুল কলেজ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৫ আগষ্ট তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকা ২৪ ঘন্টার বাংলা বন্ধে জঙ্গীপুরে তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। হাট বাজার, দোকানপাট সবই খোলা ছিল, সরকারী অফিসেও কর্মী উপস্থিতি ছিল ভালই। স্কুল কলেজ খোলা থাকলেও ছাত্র ছাত্রীর (শেষ পৃষ্ঠায়)

নারী ও শিশু পাচার রোধে আন্তর্জাতিক কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিশু ও নারী পাচার সম্পর্কিত ভয়াবহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং এই অমানবিক আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ করার কৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভারত এবং বাংলাদেশের সমসংখ্যক মোট ২৪টি স্বয়ংসেবী সংস্থাকে নিয়ে ২৮ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশেষ আকর্ষণ— ৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ 'সেই ট্রাডিশন....' ॥

জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গী অনুপ্রবেশ তথা জঙ্গীহানায় পাকিস্তানের পক্ষ হইতে মদতদান আর হইতেছে না, পাক সামরিক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফের এ হেন প্রচার দ্বারা আমেরিকা বা অপরাপর রাষ্ট্র বিভ্রান্ত হইলেও ভারতের বাস্তব অভিজ্ঞতায় কোন বিভ্রান্তি নাই; অর্থাৎ জঙ্গীহানা বা অনুপ্রবেশের কোন কমতি নাই। পূর্বের মত মাইন বিস্ফোরণ, বাসে ও বাড়ীতে চড়াও হইয়া নরহত্যা অব্যাহত রহিয়াছে। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুশিক্ষিত জঙ্গীরা কোনই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেছে না। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যেন অসহায় হইয়া এই মার হজম করিতেছে।

গত ৩১ জুলাই জম্মুর প্রান্তসীমার শহর রাজৌরির ডি সি কলোনি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে একটি অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার এলাকায় পুলিশবাহিনীর (পরে সেনাবাহিনী) সঙ্গে সশস্ত্র জঙ্গীদের তুমুল সংঘর্ষ চলে। রাত্রিবেলায় এই সংঘর্ষ পরের দিনেও অব্যাহত ছিল বলিয়া খবরে প্রকাশ। এই কলোনীতে রাজৌরির ডেপুটি কমিশনার, ডি আই জি, এস এস পি, ন্যাশানাল কনফারেন্স দলের বিধায়ক প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারী আমলা ও পুলিস কর্তা থাকেন। কাজেই এখানে ২৪ ঘন্টার জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা থাকিবেই। কিন্তু জঙ্গীরা ইহাকে পরোয়া না করিয়া রাত্রিকালে আক্রমণ হানে। গ্রেনেড ও মর্টারবৃষ্টি চলিতে থাকে। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে উপস্থিত হইয়া কলোনির প্রবেশ ও নির্গমন পথ সিল করিয়া দেয়।

কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষার জন্য ফৌজিরা পুরাপুরি প্রতি-আক্রমণ চালাইতে না পারিয়া প্রতিরোধ লড়াই শুরু করে বলিয়া জানা যায়। এই লড়াইয়ে এক কলাম সেনার নেতৃত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। তিনি জঙ্গীদের গুলিতে গুরুতর আহত হন; হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সংঘর্ষে চারজন জঙ্গী নিহত হয়। তাহারা পাক মদতপ্রাপ্ত লস্কর-ই-তোইবার সদস্য ছিল। খবরে প্রকাশ, কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি জঙ্গীবাহিনীর হিটলিস্টে ছিলেন। সমগ্র কলোনি এলাকা এক রণাঙ্গনের আকার ধারণ করে। এই ইস্যুতে এলাকা জুড়িয়া তল্লাশি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আতঙ্কের কমতি ছিলনা বলিয়া জানা যায়।

জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গীহানা বার বার চলিতেছে; গাড়ীতে, ঘরবাড়ীতে বিস্ফোরণ ঘটান হইতেছে; মাইন পাতিয়া, গুলি করিয়া নরহত্যা চালান হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার জঙ্গী দমন করিয়া জনজীবন নিরাপদ করিতে পারে নাই। জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ নিরীহ মানুষেরা নিশ্চিত নিরাপত্তার ভরসা পাইতেছেন না। তাঁহাদের মনে ক্ষোভ থাকা অস্বাভাবিক নহে। ভারত সরকারের ভাবমূর্তি ইহাতে উজ্জ্বল হইতেছে না। সুচিন্তিত পদক্ষেপের প্রয়োজন। অঙ্গরাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। ইহার জন্য কোনও বিদেশী শক্তির মুখাপেক্ষী হওয়া অসমীচীন। কবে এই রাহু মুক্তি ঘটিবে?

কেশকলাবিদ কালাম ঃ

শীলভদ্র সান্যাল

গত পঁচিশে জুলাই ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে একাত্তর বছরের যে ব্যক্তিটি শপথ নিলেন সেই আবুল পকির জয়নুলাবেদিন আবদুল কালামের চেহারার আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর কেশবিন্যাস। বর্ষার ধূসর মেঘপুঞ্জের মত স্তরে স্তরে কর্ণমূল ছাপিয়ে গন্ডদেশ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্ হিসেবে ওই কেশসজ্জা তাঁর ব্যক্তিত্বে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে, সন্দেহ নেই। তবে তা দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির গৌরব কতটা বৃদ্ধি করবে, তা নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে। সংবাদপত্র গুলোতে এ নিয়ে ফলাও করে লেখালেখিও হয়েছে। কেশ রাখা বা না রাখা, তার বিবিধ শিল্পোৎকর্ষ সাধন ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অভিরুচির বিষয়, কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদটি যেহেতু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রতীক এবং হাজার রকম সরকারি ঠাটবাট নিয়মকানুনের ঘেরাটোপে গন্ডিবদ্ধ, সেখানে কালাম সাহেবের বিচিত্র কেশবিন্যাস কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে কিনা, তা সময়ই বলবে।

আমাদের ভারতীয় পুরাণ দর্শনে অবশ্য শ্মশ্রু কেশের এক সনাতন ঐতিহ্যমন্ডিত মহিমা বরাবরই স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে। পক্ক কেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতীক, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উদ্রেককারী। রবীন্দ্রনাথ একবার একটি ছোট্ট মেয়েকে লিখেছিলেন, 'তবু আমার পক্ক কেশের লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে/আমাকে যে ভয় করনি দুর্বাশা। কি যম ভ্রমে,/এইটা দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে/লোকে বলে, বুড়ো আমি, মন্দলোকের কুৎসা এ' (চিঠি, পূরবী)। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর রজতশুভ্র দাড়ি কেটে ফেলতেন, তাহলে ব্যক্তি পূজার এই দেশের লোকেদের যে কী অবস্থা হত, ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়! তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তিনি, সাধের দাড়ি বিসর্জন দিলে তাঁর যত্ন লালিত ইমেজ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিলক্ষণ জানতেন।

তখনকার দিনে গোঁফ-দাড়ি রাখার একটা চল ছিল, এখন এগুলো অনেক কমে এসেছে বোধহয়। মানুষের রুচি পাল্টাচ্ছে তো! নবজাগরণ বা পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ আসার ফলে এরকমটা হয়েছে কিনা, কে জানে! তবু আজও আমাদের মনে হয়, বড় বড় দার্শনিক, মহাকবি, সমাজ প্রবক্তা, বিপ্লবী, রাষ্ট্রনায়ক, সাধু সন্ন্যাসী —এঁদের চেহারা শ্মশ্রু কেশশোভিত না হ'লে যেন মানায় না। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, ডেমস্থিনিস এদের প্রত্যেকেরই দাড়ি ছিল। সমাজ প্রবক্তা ও সংগঠক মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, হো চি মিন, বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক টলস্টয়, বার্নার্ড শ, হুইটম্যান, বিজ্ঞানী এডিসন, বিপ্লবী চে-গুয়েভারা, রাষ্ট্রনায়ক লিঙ্কন, ফিদেল কাস্ত্রো, ধর্মীয় প্রবক্তা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, কাঠিয়াবাবা, বালক ব্রহ্মচারী—এরকম অনেক নাম করা যায়, যাঁরা ছিলেন শ্মশ্রু গুম্ফ মন্ডিত। এঁদের প্রায় সবার ফটোগ্রাফই আমরা দেখেছি। কিন্তু মহাকবি বাল্মীকি, বেদব্যাস, মহাভারতের পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র —এঁদের কোন ফটোগ্রাফ না থাকলেও, দাড়ি গোঁফ গজাতে কোন অসুবিধে হয়নি। এর পেছনে রয়েছে আমাদেরই বদ্ধমূল সংস্কার, এমন মহীয়ান প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এঁরা, দাড়ি গোঁফ না থাকলে মানায় নাকি! সুরলোকে এক প্রজাপতি ব্রহ্মা ছাড়া সকলেই অবশ্য পরিপাটি কেশে সুশোভিত, শ্মশ্রু গুম্ফ বর্জিত,—রূপচর্চায় অতি মাত্রায় সচেতন, যার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ, এক নম্বর 'লেডি কিলার' দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যে মহাদেব ছাই ভস্ম মেখে শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান, তিনিও কিন্তু রেগুলার শেভের ব্যাপারে অত্যন্ত পার্টিকুলার! শিবের মত বর প্রার্থনা মেয়েরা যে দাড়ি গোঁফ পছন্দ করেনা, এটা তিনি বিলক্ষণ জানতেন বোধহয়। ফরাসী দেশের ললনারা আবার গোঁফওয়ালা প্রেমিক খুব (৩য় পৃষ্ঠায়)

ভাবনা দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি রেলস্টেশনে বি আই ডবলু কমপিউটার সেন্টার গত ১৮ জুলাই হস্তলিখিত দেওয়াল পত্রিকা 'ভাবনা'র উদ্বোধন অনুষ্ঠান করেন। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, উদিয়মান লেখক লেখিকা, শিক্ষক-অধ্যাপক, ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে 'ভাবনা' পত্রিকা উন্মোচন করেন অধ্যাপক হুমায়ন কবির। তিনি বলেন, আমরা উদিয়মান লেখক লেখিকাদের উৎসাহিত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী মৌমিতা দত্ত 'সোনা ঝরা দিন' স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সভা মুগ্ধ করেন। নিমাই দত্ত বলেন ভাবনা সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে লেখক ও পাঠকদের উপকারে লাগবে। তিনিও স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। রেবেকা সুলতানার কবিতায় সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক প্রকাশ পায়। কমলারঞ্জন প্রামাণিক ইংরাজী ভাষায় গাছ এবং মানুষ নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সাগরদীঘি নাগরিক মঞ্চের সভাপতি—লক্ষীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আশা প্রকাশ করেন—শিক্ষিত মানুষ যেন চিন্তা শক্তি বিকাশে প্রয়োজনে লেখা দেওয়া ও পাঠ করার দিকে মনো-যোগ দেন। কুমুদকান্তি প্রামাণিক, সন্দীপকুমার দাস, শৈলকুমার ঘোষ অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন। সম্পাদক কাঞ্জিলাল সিদ্দিকী জানান ৩ বছর আগে রামপুরহাটে এই পত্রিকা প্রকাশ পায়। এখানেও নিয়মিত চলবে। পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার উদ্যোক্তা হিসাবে বলেন— প্রতি বাংলা মাসের প্রথম দিন পত্রিকা জনসমক্ষে আনা হবে।

ইলিশ—তুমি কি শুধুই পটে আঁকা ছবি !

কল্যাণ পাল ঃ বর্ষা মানেই জলের ফসল রুপোলি ইলিশ। রিমঝিম বৃষ্টির নুপুরের নিক্কণে ইলিশ মাতোয়ারা। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেই ইলিশ আসে ঝাঁকে ঝাঁকে সাগর থেকে ফিরে গঙ্গার বুকে। গঙ্গা যেন তার বিচরণ ক্ষেত্র। গঙ্গার বুকে ইলিশ জননী ডিম ছাড়ে আর তা ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়ে সাগরের কোলে। সাগর যেন ইলিশের দ্বিতীয় জননী —সাগরের নোনা জল না পেলে ডিম থেকে ইলিশের বাচ্চা ফোটেনা। ডিম থেকে শিশু ইলিশ বেরিয়ে গঙ্গায় আসার জন্য ছটফট করে। জলের বিপরীতে স্রোতের প্রতিকূলে। তারপর জেলে মাঝিদের হাতে ধরা পড়ে। আসে হাটে-বাজারে—সেখান থেকে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে। এমন একদিন ছিল যখন ইলিশের কত ছড়াছড়ি পড়ে যেত। গ্রীষ্মের যেমন আম, বর্ষায় তেমনি ইলিশ। ভোজন রসিক বাঙ্গালীকে নুতন রসস্বাদনে ভরিয়ে দিত। কে কত বড় ইলিশ ঘরে নিয়ে যেতে পারে তারই যেন ছিল প্রতিযোগিতা।

কিন্তু সেই দিন আর নেই। বর্ষা ফুরিয়ে যাচ্ছে। তবু ইলিশের পাত্তা নেই। এটা বিশেষ করে জঙ্গীপুর মহকুমার মানুষ ভাবতে পারে না গঙ্গায় এবার ইলিশ আসে নি। যা এসেছে অনেক কসরত করে তা জেলে মাঝিদের ধরতে হচ্ছে। ভারী ওজনের নেই বললেই চলে। ছয়-সাতশো ওজনের ইলিশ গঙ্গা থেকে অতি মাত্রায় উঠছে। ধরাও পড়েছে জেলে মাঝিদের জালে। দামও হয়েছে আকাশ ছোঁয়া—ঐসব ছোট ইলিশের দামই কেজি প্রতি ১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের কাছে এখন ইলিশ অনেকটা অধরা—শুধু পটে আঁকা ছবির মতো। কিন্তু কেন ?

বিশেষজ্ঞদের ধারণা ব্যাপক হারে গর্ভবতী ইলিশ ধরার ফলে গঙ্গায় আর ইলিশের ডিম পড়ছে না। এর ফলে নতুন করে ইলিশ জন্ম নিতে পারছে না। এছাড়া আছে গঙ্গা দূষণ। ফলে ইলিশের মড়ক লাগছে আমাদের অজানতে। এই ভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে একদিন হারিয়ে যাবে ইলিশ ভোজন রসিক বাঙালির থালা থেকে। আমরা কি তারই পূর্বাভাস শুনতে পাচ্ছি—গঙ্গার ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ এর শব্দে ?

কেশ কলাবিদ কালাম ঃ (২য় পৃষ্ঠার পর)

পছন্দ করে। পুরুষের সগুম্ফ চুম্বন তাদের কাছে অতিমাত্রায় প্রিয়। সম্প্রতি সে দেশে গোঁফ কাটার হিড়িক পড়ে গেলে মহিলা মহলে সে কী হাহাকার ! গোঁফহীন প্রেম ! এও কি সম্ভব ! গোঁফ হল হি-ম্যান-শিপ্, শিভ্যালারির প্রতীক ! ইতিহাসের রাণা প্রতাপ, স্টালিন, চম্বলের ডাকাত সর্দার মানসিংহ, চন্দন দস্যু বীরাপ্পান, এদের যা কিছু খ্যাতি, তার সিংহভাগ তো ওই গোঁফের জন্যই ! ভোলা যায়, বিশ্বত্রাস হিটলারের বিশ্ববিখ্যাত সেই বাটারফ্লাই গোঁফ ? —চার্লি চ্যাপলিন তাঁর 'দ্য গ্রেট ডিকটেটর' চলচ্চিত্রে যাকে চির অমর করে গেছেন !

কিছুদিন আগে কাগজে দেখলাম, চাকরির ইন্টারভিউ পাওয়া এক যুবককে বলা হয়েছিল, চাকরি হতে পারে, কিন্তু তার আগে তাকে গোঁফটি ছাঁটতে হবে। যুবকটি বলল, চাকুরি যায় যাক্ —সেও ভি আচ্ছা। কিন্তু গোঁফ ছাঁটতে সে কোনমতেই রাজি নয়। চলচ্চিত্রের সুদর্শন নামকরা অবশ্য গোঁফ রাখার বিরোধী, এতে নাকি তাঁদের রোমান্টিক ইমেজ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। তবে তাঁদের বাহারি চুলের ছাঁট নকল ক'রে বহু যুবক নায়ক হবার স্বপ্ন দেখে !

সুকুমার রায়ের গুম্ফ ফোবিয়ায় আক্রান্ত 'হেড অফিসের বড় বাবু'র সেই অবিস্মরণীয় উক্তি প্রসঙ্গত মনে পড়া স্বাভাবিক। 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা' ! স্যার আশুতোষকে বলা হ'ত 'গুম্ফো সরস্বতী'। এমন কি, আমাদের সুপরিচিত যে দাদাঠাকুর, তাঁর সসম্ভ্রম ব্যক্তিত্বের আড়ালে তাঁর গোঁফ জোড়ার ভূমিকাও নেহাৎ কম নয় ! সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ ফুটবলে ইংলন্ডের অধিনায়ক বেকহ্যামের চুলের ছাঁদ নিয়ে খবরের কাগজগুলোতে কী বিস্তর লেখালেখিই না হল ! শুধু বেকহ্যামের কথাই বা বলি কেন, এরকম বহু খেলোয়াড়েরই চুলের বিচিত্র ছাঁদ আমাদের কৌতূহল উৎপাদন করেছিল। এবছরের উইম্বলডন চাম্পিয়ন সেরেনা উইলিয়ামস্-এর চুলের কারুকলার কথাও এখানে মনে পড়ছে। জনৈক মনীষী বলেছিলেন, দাড়ি গোঁফ পুরুষের কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তাকে বিসর্জন দেওয়া আত্মহননেরই সামিল ! সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা খোদার ওপর খোদকারি করতে শিখেছি, দাড়ি গোঁফে ক্ষুর চালিয়ে। কোন কোন সম্প্রদায়ের কাছে, গোঁফ দাড়ি বেণী রাখা ধর্মীয় সংস্কার। বন্দী তরু সিং তাই বেণীর সঙ্গে মাথাটাও উপহার দিতে চেয়েছিল সুলতানকে।

নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির অবশ্য এই কেশ সংরক্ষণের পেছনে কোন ধর্মীয় সংস্কারের তাড়না নেই। এ নেহাতই তাঁর কুন্তল বিলাস। তিনি চুল রাখবেন না ছাঁটবেন, এটা যদি তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রশ্ন হয়, তবে কারও বলার কিছু নেই, আর যদি রাষ্ট্রীয়এটি কেটের প্রশ্ন হয়, তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা ॥

রাজা মার্কেটে ঘর ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলার 'রাজা মার্কেট' এ একতলা ও দোতলার ঘরগুলো ব্যবসার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন—

ফোন ঃ ৬৬৫৬৩ (০৩৪৮৩)

সকাল ৯টা—১২টা, বিকেল ৪টা—৭টা

সরাসরি যোগাযোগ ঃ মডার্ণ হোমিও সেন্টার

রাজা মার্কেট (দোতলা)

দুই রাজ্যের ভোটারদের নিয়ে (১ম পৃষ্ঠার পর)

আনিয়ে যে কোন একটি রাজ্যে ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম রাখতে বলেন। এ ব্যাপারে জিতিপুরেরর গ্রামবাসীদের বক্তব্য —তারা বাঙালী ও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। তাই ঝাড়খন্ডের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় তাদের নাম রাখা হোক। অন্যদিকে স্থানীয় কংগ্রেসের চাপ—পশ্চিম-বঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে ওদের নাম বাদ দেয়া হোক। এই নিয়ে বিডিও মহা ফাঁপরে পড়েছেন। বলে খবর।

স্কুল কলেজ বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

অভাবে ২-১ ঘন্টার মধ্যেই সব বন্ধ হয়ে যায়। তবে বাস না চলায় শহরে লোক কম ছিল, সেহেতু অফিসে কর্মী হাজিরাও কিছুটা কমে যায়। ব্যাংক, জীবনবীমা বন্ধ থাকলেও সব ডাকঘর ও পুরসভা খোলা ছিল। মহকুমা শাসক অফিসে পুলিশ পিকেটারদের সরিয়ে দিলে অফিস স্বাভাবিকভাবেই চলে। পুলিশ জানায় মহকুমায় বন্ধ নিয়ে কোন অশান্তির খবর নাই। সকালের দিকে বন্ধ সমর্থকদের কোন মিছিল ছিল না।

নারী ও শিশু পাচার রোধে (১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি আবাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল বহরমপুরের সম্রাট হোটেলে। কর্মশালাটির মূল উদ্যোক্তা কোলকাতার সোসিও লিগ্যাল এইড রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং ঢাকার আহ্-ছানিয়া মিশন। সহযোগিতায় ছিল বহরমপুরের নেহেরু যুবকেন্দ্র। এই কর্মশালায় দুই দেশের সীমান্তবর্ত্তী বিভিন্ন জেলা থেকে ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করবার জন্য আগামী এক বছরের সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী নির্ধারণ করেন। কর্মশালায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলাশাসক, বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও কোলকাতার দুজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি উপস্থিত ছিলেন। এই সফল কর্মশালায় জঙ্গিপুর মহকুমার প্রতিনিধিত্ব করেন নবভারত মিশনের সভাপতি অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল। আগামী দিনে বাংলাদেশেও অনুরূপ একটি কর্মশালার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, তসর ও
গরদের ব্লাউজ পিসসহ ছাপা
শাড়ী, মুর্শিদাবাদ পিওর
সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

ন' বছরের প্রতিযোগী (১ম পৃষ্ঠার পর)

'দাদাঠাকুর মঞ্চে' অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৯ জুলাই আহিরণে জঙ্গীপুর ব্যারেজ রিক্রিয়েশন হলে এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ দিনের অনুষ্ঠানে সাঁতার সংস্থার ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারী অপূর্ব রায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট কার্তিক সাহানা, সাবডিভিশনাল কমিটির চেয়ারম্যান জঙ্গীপুরের মহকুমা শাসক পুনিত যাদব, ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ নন্দ, কনভেনার প্রদীপ নন্দী, জঙ্গীপুরের বিধায়ক আবুল হাসনাৎ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এখন পর্যন্ত খবর—২১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে বাংলা-দেশের ২ জন ও মহারাষ্ট্রের ২ জন মহিলা এতে অংশ নিচ্ছেন। এদের মধ্যে একজনের বয়স নয়।

পরিকল্পনা জঙ্গিপুরে ব্যর্থ ছয়ে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

এর পরও যদি ঐ রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তবে পুনরায় পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়ে নতুন কার্ড করাতে হবে। এছাড়া প্যাথলজিক্যাল টেষ্টের জন্য পৃথক টাকা জমা দিতে হবে। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানা যায়—প্রত্যেক দিন 'পে ক্লিনিক' এ পঁচিশ জনের বেশী রোগী দেখা হবে না ইত্যাদি।

জেলা স্বাস্থ্য কমিটির নির্দেশ মতো জঙ্গীপুর হাসপাতালের তদানীন্তন সুপার ডাঃ তপন মন্ডল 'পে ক্লিনিক' চালুর ব্যাপারে প্রচারপত্র ছাপান ও দু'বার ডাক্তারদের সভা ডাকেন। কিন্তু ডাক্তারদের গড় হাজিরার ফলে দুটি সভাই বানচাল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ডাক্তারদের অভিমত বেলা ২-৩০ পর্যন্ত আউটডোর করে আবার সন্ধ্যে ৫টা থেকে রোগী দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব না। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন রোগীর বক্তব্য, ডাক্তারদের প্রাইভেট প্রাকটিস মার খাবে, বেহিসেবী পয়সা রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে বলেই সংঘবদ্ধভাবে ডাক্তারদের এই অসহযোগিতা। যার ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের 'পে ক্লিনিক' চালুর উদ্দেশ্য জঙ্গীপুরে বানচাল হয়ে যায়। অন্যদিকে আউটডোরে রোগীদের ভিড় বাড়ছে। তার সঙ্গে ডাক্তারদের দুর্ব্যবহার, অবহেলা, বেশী টিকিট জমলে ছিঁড়ে ফেলা, বিরক্তি প্রকাশ, বিভিন্ন ছুতো দেখিয়ে অপারেশন না করা সব কিছু আগের মতোই চলছে। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, সরকার ফ্রি বেড উঠিয়ে দেবার উদ্যোগ নিলেও পুর কাউন্সিলার বা পঞ্চায়েত সদস্যদের সার্টিফিকেট দেখিয়ে এখানে যথারীতি বিনা পয়সায় রোগী ভর্তি চলছে। তবে আশার কথা—হাসপাতালে এক্সরে প্লেট প্রতি আগে যেখানে চল্লিশ টাকা নেয়া হতো বর্তমানে সেখানে ত্রিশ টাকা নেয়া হচ্ছে।

দুর্ভোগ বাড়ছে গ্রামবাসীদের (১ম পৃষ্ঠার পর)

সপ্তাহের রবি ও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত গরুভর্তি ট্রাকগুলো ঐসব গ্রামে এসে দাঁড়ায়। এরপর গরুগুলোকে ট্রাক থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে ঘাটে নিয়ে যাওয়ায় বর্ষার মরশুমে রাস্তার অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে। সিপিএমের পক্ষ থেকে সাগরদীঘি থানার ওসির বিরুদ্ধে পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পুলিশ সুপার বীরেন্দ্র এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারীর কাছে লিখিত অভিযোগ করলেও এখন পর্যন্ত এব্যাপারে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ কোন পক্ষ থেকে না নেওয়ায় এলাকার সিপিএমের লোকাল কমিটির সম্পাদক মোহন চ্যাটার্জী হতাশা প্রকাশ করেন। মোহন এ প্রসঙ্গে আরও জানান, এলাকার বিধায়ক সিপিএমের পরেশ দাসের ক্ষোভ থাকলেও তিনিও এব্যাপারে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন নি।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।